চিত্রিত রোদের
গুনগুন

সাহরান মোর্শেদ

ঐতিহ্য

১

সমানে ঝরছে বসন্ত। সাক্ষাৎ সিনেমা। এক শহর বোগেনভিলিয়া। যেন এই শহর পেয়েছে নতুন এক ভাষা— কথা বলবার? কথা না বলবার?

শিশুর হাসির মতো ঝকঝকে ছায়ানৃত্য। এইখানে অঘন ছায়া দুলে দুলে নাচছে। কেউ কেউ ফটো তুলে রাখছে। কেউ কেউ রাখছে না।

নতুন পাতা গজানোর যে তৃপ্তি—

এক ফ্রেম দুপুর— চোখে নিয়ে হাঁটছি। এবং ভাবছি— এই
পৃথিবী— নিশ্চিত একদিন হিমঝুরি ফুলেদের হবে।

২

তারপর ফরসা বাতাস
দূর থেকে আরো দূর নাগাদ—
তোমার বিছিয়ে রাখা পথ
পথে পথে ঘাসেদের সবুজ চাদর

পথের ধারে— শাপলাদিঘির জল
জলে মেহগনিগাছের বিমল ছায়া
সেই ছায়াজলে— চঞ্চল জলপোকাদের খেলা

এই স্বল্পদৈর্ঘ্য দুপুরে
বুকভর্তি ভাবি রোদের সাঁতার
ভাবি তোমাকে দেব— একটি পশমের হাতঘড়ি
দেব একটি বিড়ালের পিনপতন মাছিধরা ধ্যান ।

৩

তোমার মুঠোভর্তি মিষ্টি রোদের জড়ি
তোমার আছে এক ছাতিম ফুলের হাতপাখা
আরো আছে— পর্দাওড়া সন্ধ্যা অনেক— ভীষণ গোপন

বাতাসে বাতাসে যখন বাতাবিলেবু ঘ্রাণ
নিকটে আছ ভেবে— হাওয়ার দল
তোমাকে ছোঁয়— তুমি অন্ধকার কেটে কেটে
উঠে যাও— আলোর চিলেকোঠায়

যখন পথ নেই কোনো, তখন জেনো
তুমিই পথ— তোমার বুকেই জন্মে আশ্চর্য দূর্বাঘাস
তোমার শরীরজুড়েই— গাছেদের অবাধ ছায়া— ছায়ার গন্ধ

৪

এই মুহূর্তে— কোথাও সবুজ রোদের মতো— ফুটছে বকুলের সাদা দেহ। এই সুমহান দৃশ্যের কথা ভেবে— তুমি সকল নিশ্চিন্ততা নিয়ে বসে আছ। তুমি বসে আছ খোলা জানালার মতো। তোমার রান্নাঘর, তোমার গার্হস্থ্য কাজেরা সব— সবের যেন আজ ছুটি।

একঝাঁক হাওয়া। বলো পাখির ডানার আঘাতে— ভাঙে কি হাওয়ার ধ্যান?

ভেবেছ কত কত লং শটের ভোর। জমিয়েছ অন্ধকার অনেক। বাকুম পায়রার ডাকের ওমে— ঘুমিয়েও পড়েছ কত! আজ এই খোলা জানালা থেকে— তোমার শরীর থেকে— একঝাঁক হাওয়া— মিলিয়ে যাচ্ছে হাওয়ামহলে।

৫

ভেবেছি সোনালি রোদ। ভেবেছি মাটির উঠোন। জালের মতো বিছিয়ে রাখা ছায়াছবি। তার ভেতর থেকে নৃত্যরত একগুচ্ছ ছায়ার ফ্রিজ শট এবং তিনটে পোমেগ্রেনেট হয়তো। পাশাপাশি দুটো বীজের মধ্যবর্তী দূরত্বে— একটি জলপোকা। যেন নীরবে ভাসছে কলাপাতা।

মৌন তোমার সাইকেল। কথা নেই তোমার কাছেও কোনো। তবু দেখো, একটি মরিচ ফুলে লেগে আছে একমুহূর্ত হাওয়া। এই ছবির ভেতর তুমি— বা এই ছবিকেই হয়তো— তুমি শাগালের ভাষায় ভাবো, ভাবতে থাকো খুব।

তুমি ভাবো— এই ঘটনাবহুল দুপুরে... একটি শিশুর ঘুম, একটি শামুকের পোশাক নিয়ে।

৬

কথা হবে না কোনো। কেবল বহুদিন পর— দেখা হয়ে যাবে। নৈঃশব্দ্যে মাখামাখি হব খুব। ভিজে উঠবে চোখ। একফোঁটা মৌলিক জল— হ্রদের জলে ডুবে গিয়ে— হয়তো হাবুডুবু খাবে খুব। কেউ ঠিকঠাক জানতেও পাব না তা।

চোখের থেকে চুরি করব ভাষা। চোখের ভেতর জমিয়ে রাখা বর্ষাকাল— একে একে মিলে— হয়ে যাবে একাকার। বিবস্ত্র হৃদয়ের নিকটবর্তী হয়েও— হয়তো হৃদয় থেকে সরিয়ে নিতে হবে হৃদয়। যেভাবে মেঘ এলে— সরে যেতে হয় রোদের। যেভাবে হাওয়া এলে— উড়ে যেতে হয় পলিথিনের।

যেমন সমুদ্রের তলদেশে হারিয়ে যায় আলপিন— তেমনি ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে— থাকে কেবল নৈঃশব্দ্য। ভিজে ওঠে চোখ। চোখের ভেতর গ্লুমি রেইনি সিজন।

৭

এখানে সবুজ রোদের ছোট্ট ঘর
তুমি এই ঘরের পাহারাদার
জানালায় উঁকি দিয়ে দেখছ—
ঘুমিয়ে আছে ছায়ার স্মৃতি— অখল ভঙ্গিতে

সফেদা ফলের ঘ্রাণ—
বাতাসে সাঁতরে বেড়াচ্ছে
তোমার আনন, তোমার নগ্ন হাতপাখা
তোমার ভাষার দুপুর— এখানে ভিড় করে আছে

সবুজ রোদের ছোট্ট এক ঘর
যে ঘরে কেউ থাকে না

৮

সমানে গুঁড়ো হচ্ছে রোদ
তাকিয়ে দেখছি— না তাকিয়েও দেখা যায়
ভাতের সাদার মতো— এইখানে আকাশ
রাজ্যের নির্জনতা নিয়ে ভাসছে—

নির্জনে নির্মাণ নিয়ে বসে আছি
ক্লান্ত কলমে— লিখি ক্লান্তি সকল

সাদা কাগজের সামনে বসে
ভাবছি আঁকব—
দেখা
এবং
না
দেখার
মাঝে
যে কম্পন বাস করে—
তার প্রতিকৃতি।

৯

ঠান্ডা রোদের সকাল
দূরে কোথাও— আশ্চর্য এলাচবনে
তুমি প্রাচীন আয়ুসমেত আজও শুয়ে আছ

যদিও আনকোরা ছায়ার মতো...
এখানে বাংলা ভাষার জলছবি—
পেয়ারা পাতা এবং রোদ— পরস্পর মাখামাখি
চিত্রিত হয়ে আছে, চিত্রিত হয়ে থাক

এই ঠান্ডা রোদের সকালে
তোমার চপল ঢেউয়ের ভেতর যাই
নৈঃশব্দ্য এত নিগূঢ়, এত রেণুময় হাওয়া
শুনি— পাতায় পাতায়— মগ্ন এসরাজধ্বনি ।

১০

ছেঁড়া চিঠি-টুকরোর মতো—
ছিন্নভিন্ন পড়ে আছি— যেন গাছের
শরীর ভেদ করে— মাটিতে লুটিয়ে পড়া
কিছু খুচরো রোদের টুকরো

স্মরণীয় করে রাখছি—
এই ব্যথাহত সন্ধ্যা সকল
এই ফুরিয়ে যাওয়ার রেশ

সকল 'একদিন'— কোনো দিন ফিরে আসে কি?

আহত আয়নার সামনে
আঘাত সংগুপ্ত রেখে—
অচেনা মুখ নিয়ে বসে আছি

কথা বলছি— অচেনা মুখের সাথে— অচেনা ভঙ্গিতে

১১

এই মুহূর্তে— যার ঘুম নেই
তার যেন অন্তত থাকে ব্যক্তিগত এক নির্জন পথ
চোখভর্তি জলের মতো— তার যেন থাকে
এক আশ্চর্য নদী, এক ঘুমন্ত কাশবন

মাঘের সন্ধের মতো— তুমি একা, তুমি গূঢ়
অধিক গূঢ় তুমি— যখন তুমি তুমি

এই মুহূর্তে— যার নেই ঘুম
তার যেন অন্তত থাকে এক হোগলা পেতে রাখা দুপুর
এক নিমগ্ন জ্যোৎস্না ফোটা রাতের স্মৃতি
যেন থাকে— জীবন্ত আকাশের নীল, নীল হ্রদের বিকেল

ঠিক এই মুহূর্তে— তুমি জেনো
পোশাকের মতো বদলে যাবে দিন
সব ভেঙে যাবে— ঠিক হবে বলে
সব ঠিক হয়ে যাবে— আবার ভাঙবে বলে...

১২

ঘুমিয়ে আছি নিথর। অথবা শরীরটাকে ঘুম পাড়িয়ে— দিব্যি জেগে আছি। জেগে জেগে শিউলির ঘ্রাণ কুড়োচ্ছি। জ্যোৎস্নার আগুনে ঝলসে যাচ্ছে রাত। কথা বলছি না মোটে।

অথবা এ-ও হতে পারে— কথা নেই কোনো। কেবল চাষযোগ্য ব্যথা আছে— একে অপরের। আছে ঘুমন্ত পাতাদের পাশে চুপটি করে বসে থাকা। তোমার ব্যথার পাশে— একবিন্দু আরাম হয়ে থাকা।

১৩

চৈত্রের দুপুরের মতো রাত। মনে পড়ে— ছিল এক রোদের পুকুর। মনে পড়ে নগ্ন হাত, হাতের স্পর্শ খুলে রাখা। পথ থেকে গমন আলাদা করে রাখা। এই উজ্জ্বল রাত, রাত্রির কারুকাজ যত...

সারা রাত বিস্ময়ে রাত্রির লহর কুড়োই। মাটি থেকে নিই চাঁদের আলোর গন্ধ। ডুবতে থাকি অক্ষর থেকে অক্ষরে। শেষাবধি আটকে পড়ি জ্যোৎস্নার শিকলে।

দৃশ্যত যত দূর দেখি— কেবল এক জানলা চাঁদের আলো। এক জানলা রাতের পৃথিবী। এক রাত মশারি খুলে রাখা। শান্ত, অতুল উঁচু-নিচু সময়ের রাস্তা ধরে— চলো, বেড়িয়ে পড়ি। চলো, মাই ডিয়ার ম্যারিয়ান— চালতা ফুলে দুফোঁটা শিশির হই আজ, দুজনে।

১৪

কথা হোক বা না হোক। তোমার সবুজ বারান্দায় তবু— তুমি নির্জন বসে থাকো। তুমি ভাবছ— তুমি অ্যানি হল। রোদের রঙে আঁকছ মাটির ঢেউ। জানালার বাইরে— কাঁঠাল পাতাদের গ্যারেজ। ছুটির দিনের হাওয়া— এবড়োখেবড়ো লেপটে আছে দেয়ালে।

এই লং শটের দুপুরে— এই দৃশ্য— সিক্সটিন এমএমে বন্দি করে নিয়েছি।

কথা হোক বা না হোক। রাত হলে পরে— আমরা নিয়ত রাত হয়ে উঠি। আমরা কেঁদে উঠি। নগ্ন হয়ে যাই। বাতাসের ভায়োলিন বেজে ওঠে। আমরা চুপচাপ যে যার মতো— মরে যাই খুব।